ইউনিট ৮

মুসলিম শাসনামলে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন

ভূমিকা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তারপর ত্রয়োদশ শতক হতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতানী আমলে বাংলা কখনো দিল্লির অধীন আবার কখনোবা স্বাধীন ছিল। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের সময় হতে বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে সারা বাংলা একত্রিত হয়। মোগল আমলে বাংলা তার স্বাধীনতা হারায় এবং মোগলদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে নতুন সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক জীবনেও এসময় পরিবর্তন সুস্পষ্ট। এসময় বাংলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব অবয়ব লাভ করে। দৈন্যতা কাটিয়ে ওঠে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিপুল অগ্রগতির ফলে জনজীবনে স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্য ইউনিটে মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৬৫ খ্রি.) বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন
- ➔ পাঠ ২ : সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন
- ➔ পাঠ ৩ : মোগল আমালে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন
- ➔ পাঠ ৪ : মোগল আমালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

পাঠ-১ : সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ কাঠামো কেমন ছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ সুলতানী আমলে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১.১ সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ

সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি অবস্থান করত। ফলে দুটো সমাজকে কেন্দ্র করেই সামাজিক রীতিনীতি গড়ে ওঠে। সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হিসেবে সুলতান ছিলেন সমাজ জীবনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সমাজের নেতা হিসেবে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতেন। তাঁরা জমকালো প্রাসাদে বাস করতেন। সমাজ জীবনে সুলতানের পরই ছিল উচ্চশ্রেণীর স্থান। উল্লেখ্য যে, সে সময় বাংলার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এ তিনটি পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। উচ্চশ্রেণী আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) সৈয়দ, উলেমা এবং মাশায়েখ (২) খান, মালিক, উমারা প্রভৃতি এবং (৩) জমিদার, মুকাদ্দাম প্রভৃতি। মধ্য শ্রেণীর মধ্যে ছিল নিম্নপদস্থ কর্মচারী, শিক্ষক, প্রচারক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী, স্থপতি প্রভৃতি। কৃষক, তাঁতী এবং বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের নিয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণী গঠিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণভিত্তিক। বিভিন্ন পেশাকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণ প্রথার উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চারটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ ছিল। এ চারটি বর্ণের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা হতো না।

১.২ পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য

সুলতানী আমলে অভিজাত ও বিত্তবান মুসলমান নারী-পুরুষেরা মূল্যবান, রুচিসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় পোশাক পরত। ইজার (পায়জামা) ও গোল গলাবন্ধসহ লম্বা জামা ছিল পুরুষদের পোশাক। তাদের মাথায় থাকত পাগড়ি এবং পায়ে কারুকার্যময় চামড়ার জুতা ও মোজা। মধ্য শ্রেণীর মুসলমান পুরুষদের পোশাক ছিল পায়জামা, জামা ও পাগড়ি। তারা পায়ে জুতাও ব্যবহার করতেন। নিম্নবিত্তের সাধারণ মুসলমানরা লুঙ্গি, নিমা ও মাথায় টুপি পরত। খাটো কামিজ ও সেলোয়ারের সাথে সূতি কিংবা রেশমি কাপড়ের ওড়না ছিল অভিজাত মুসলিম মহিলাদের পোশাক। তারা দামি শাড়িও পরতেন। সাধারণ নারীদের পোশাক ছিল শাড়ি।

অভিজাত হিন্দুদের পোশাকে মুসলিম অভিজাতদের পোশাকের বেশ প্রভাব ছিল। তারা যদি কানে দুল কিংবা তিলক ব্যবহার না করতেন তবে অভিজাত মুসলমান থেকে তাদের পৃথক করা ছিল কষ্টকর। সাধারণ হিন্দুরা ধুতি ও চাদর ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ অঙ্গ রাখি নামক অজানু লম্বিত এক ধরনের জামাও পরতেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা শুধু একপ্রস্থ ধুতি পরত। হিন্দু মহিলাদের সাধারণ পোশাক ছিল শাড়ি। সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে তারা শাড়ি ও ওড়না পরিধান করতেন।

সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পুরুষ ও মহিলা সকলেই অলংকার পরতেন। তবে মহিলারাই বেশি অলংকার প্রিয় ছিলেন। তারা মাথায় টায়রা, সিঁথিপাঁটি, বিভিন্ন রকম কানফুল, নাকে নথ, গলায় হার, হাতে কঙ্কন, বালা, চুড়ি, পায়ে নূপুর, পায়ের আঙ্গুলে পাঁখুলি ব্যবহার করতেন। পুরুষরা মণি-মুক্তাসহ বিভিন্ন মূল্যবান পাথরের আংটি পরতেন । পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বিভিন্ন রকম প্রসাধনী ও সুগিন্ধ ব্যবহার করতেন। প্রসাধনীতে ফুলের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। হিন্দু মহিলারা কপালে চন্দন তিলক ব্যবহার করতেন।

অভিজাত মুসলমানগণ ভোজন বিলাসী ছিলেন। তারা বিভিন্ন মাছ-মাংসের সাথে আচার গ্রহণ করতেন। ভাত, মাছ ও শাক-সবজি বাঙালি মুসলমানদের নিত্য দিনের খাদ্য ছিল। খিচুড়ি তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় খাদ্য ছিল। হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণী ছিল নিরামিষভোজী। অভিজাত ও বিত্তবান হিন্দুদের গৃহে প্রায়ই ষোড়শ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হতো। খাবারের পর পান-সুপারি গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। মদ্যপানও অভিজাত সমাজে প্রচলিত ছিল।

১.৩ সামাজিক উৎসব

বিয়ে-শাদি ছাড়াও বিত্তশালী মুসলমানগণ নামকরণ, খাৎনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সামাজিক উৎসবের আয়োজন করতেন। এসব উৎসবকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য গান-বাজনার ব্যবস্থা ছিল। আমন্ত্রিত শিল্পীগণ শ্রোতাদের বিনোদনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। একশ্রেণীর পেশাদার শিল্পী অভিজাতদের গৃহে গান-বাজনা পরিবেশন করতেন। সামাজিক উৎসব উপলক্ষে চৌগান, সাঁতার, নৌকা বাইচ ইত্যাদি খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো।

১.৪ ধর্মীয় উৎসব

ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, মহানবীর জন্মোৎসব ও মহরম ইত্যাদি ছিল মুসলিম সমাজে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় উৎসব। হিন্দু সম্প্রদায় জাঁকজমকের সাথে দুর্গা পূজা পালন করত। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা পূজাসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হতো। তারা দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবও পালন করতেন। উল্লেখ্য যে, সুলতানী আমলে বাংলায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় ছিল। হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।

১.৫ নারীদের অবস্থা

মুসলিম সমাজে নারীদের সামাজিক মর্যাদা থাকলেও হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোন অধিকার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। বাল্যবিবাহ, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত ছিল।

১.৬ দাসপ্রথা

সুলতানী আমলে বাংলায় দাস ব্যবসা ও দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। বিত্তবান ব্যক্তিরা দাস ও নপুংশক পালন করতেন। প্রধানত আবিসিনিয়া হতেই দাসদের আমদানি করা হতো। দাসদের কোনরূপ সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো না।

১.৭ সামাজিক কুসংস্কার

সুলতানী আমলে সমাজ জীবনে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ ইন্দ্রজাল, জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করত। তান্ত্রিক সাধনা এবং ভক্তিবাদসহ নানা অবিচার ও কুসংস্কার হিন্দু সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে পরিণত হয়।

১.৮ সাংস্কৃতিক বিকাশ

বাংলার সুলতানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সংস্কৃতি বিকাশ তরান্বিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সমাজের মিশ্রণে বাংলার এক নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সুলতানদের উদার ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ফলে বাঙালিরা সমবেতভাবে নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশে আত্মনিয়োগ করে।

১.৯ ভাষা ও সাহিত্যে

ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সুলতানী আমলের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতিবান সুলতানদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ, বারবাক শাহ্, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নুসরাত শাহ প্রমুখের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত হয়। আযম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহামদ সগীর 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। এটি ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রণয়মূলক কাব্য। সুলতানী যুগে দৌলত উজির বাহরাম খান 'লায়লী-মজনু' প্রেমোপখ্যান রচনা করেন। এটি ছিল বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ সংযোজন। এ আমলে রাজ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি যশোরাজ খান, মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দৌলত কাজী ও আলাওল প্রমুখ। এসব কবি-সাহিত্যিকদের কালজয়ী রচনা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে । এসময় শুধু বাংলা নয়, আরবি, ফারসি কাব্যের চর্চাও হয়েছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সাথে পারস্যের কবি হাফিজের যোগাযোগ ছিল।

১.১০ স্থাপত্য ও শিল্প

সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। এ যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনের অন্যতম হলো- গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, কোতওয়ালী দরওয়াজা, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, আদিনা মসজিদ, কদম রসুল, ষাটগম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি। চমৎকার মাটির পাত্র, আসবাবপত্র, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি তৈরিতেও সুলতানী আমলের বাংলার কারিগররা দক্ষ ছিল। গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরি এবং সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরিতেও এ সময় বাংলায় খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সার-সংক্ষেপ

সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি অবস্থানের ফলে বাংলায় এক বিশেষ ধরনের সামাজিক অবস্থা গড়ে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং সামাজিক রীতিনীতিতে একের উপর অন্যের প্রভাব পড়ে। এসময় বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশ তরান্বিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব অবয়ব লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সুলতানী আমলে সমাজে শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন-
   ক. উজীর খ. সৈয়দ
   গ. সুলতান ঘ. আমীর উমরাহ

২. বাংলা ভাষায় প্রথম প্রণয়মূলক কাব্য-
   ক. লাইলী-মজনু খ. ইউসুফ-জুলেখা
   গ. শিরি-ফরহাদ ঘ. লোর-চন্দ্রনী

৩. সুলতানী আমলের স্থাপত্য নিদর্শন-
   ক. ষাটগম্বুজ মসজিদ খ. সাতগম্বুজ মসজিদ
   গ. লালবাগ কেল্লা ঘ. পরিবিবির মাজার

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. সুলতানী আমলে বাংলায় হিন্দু সমাজ ছিল ___ ।
২. ___ ইউসুফ-জুলেখা কাব্য রচনা করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. সুলতানী আমলে হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ ছিল না।
২. সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য বিকাশ ঘটে।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. সুলতানী আমলে মুসলিম সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি ছিল?
২. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সাথে পারস্যের কোন কবির যোগাযোগ ছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
২. সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ-২ : সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

- ☞ সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ সুলতানী আমলে বাংলার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১ অর্থনৈতিক উন্নতি

মুসলিম শাসন আমলে বাংলায় নিশ্চিতরূপে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রাক-মুসলিম যুগে পাল ও সেন আমলে বাংলায় মুদ্রা অর্থনীতি চালু ছিল না। এসময় বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল। স্বর্ণমুদ্রা এমনকি রৌপ্যমুদ্রাও ছিল বিরল। মুসলিম শাসনের শুরু থেকে এদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হয়। এটি মুসলিম আমলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চিত প্রমাণ । কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়।

২.২ কৃষিদ্রব্যের প্রাচুর্য

অসংখ্য নদীর কল্যাণে এবং ঋতুমাফিক বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচ সুবিধার ফলে বাংলার সমতল ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। ভূমির এ উর্বরা শক্তি প্রচুর শস্য, শাক-সবজি এবং ফল-মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপন্ন ফসল ও ফল-মূলের মধ্যে ছিল ধান, তুলা, আখ, পাট, রেশম, হলুদ, মরিচ, দ্রাক্ষা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, আম, কাঁঠাল, কলা, পান-সুপারি, নারকেল ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন রকমের ধান উৎপন্ন হতো। ধান উৎপাদনের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত হতে রপ্তানি করা হতো। খ্রিস্ট্রীয় চতুর্থদশ শতাব্দী হতে বাংলায় পাট চাষের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। পাট থেকে পাটবস্ত্র তৈরি হতো। বাঙালি রমণীরা রকমারী পাটের শাড়ি ও পাটবস্ত্র পরিধান করত বলে সমকালীন সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কৃষি ফলনের প্রাচুর্য থাকলেও চাষাবাদ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কৃষি কাজকেও সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো। তবে সম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা ছিল কম। তাদের অধিকাংশই ছিল ভূমিদাস।

২.৩ শিল্পের অগ্রগতি

সেকালের মানের বিচারে সুলতানী বাংলা ছিল অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময় বাংলায় এসেছিলেন। তিনি এদেশের ধন-ঐশ্বর্যের প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতা বাংলায় উৎকৃষ্ট শিল্পপণ্য উৎপন্ন হতো বলে লিখেছেন। শিল্পপণ্যের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি ছিল সবচেয়ে বেশি। এসময় বাংলায় নানা ধরনের সূতিবস্ত্র তৈরি হতো। ইবনে বতুতা বাংলাদেশে সূতি বস্ত্রের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। চৈনিক দূত ও পর্যটকগণও বাংলার সূতি বস্ত্র বয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এখানে অন্তত ছয় প্রকার উন্নতমানের সূতি বস্ত্র তৈরি হতো। 'মসলিন' নামক সূক্ষ্ম সূতি বস্ত্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা জানা যায়। পাটের ও রেশমের বস্ত্র তৈরিতেও বাংলার কৃতিত্ব উল্লেখ্যযোগ্য ছিল। মাহুয়ানের বর্ণনায় বাংলায় রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রেশমি ও মসলিন বস্ত্র শিল্প মুসলিম শাসক ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করেছিল। বাংলার বস্ত্র বিদেশেও রপ্তানি করা হতো।

বাংলায় আখ উৎপাদন ছিল ব্যাপক ও প্রচুর। ফলে এখানে চিনি শিল্পের প্রভূত প্রসার ঘটে। বারবোসা ও বারথোমা প্রমুখ পর্যটক বাংলায় চিনি উৎপাদনের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন রকমের চিনি ও গুড় দেশের চাহিদা মেটানোর পর বিদেশেও রপ্তানি করা হতো।

চৈনিক দূতগণ এসময় বাংলায় আরো কয়েকটি শিল্পের উল্লেখ করেন। এগুলো ছিল - কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত, বন্দুক এবং অলংকার শিল্প। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদন ছিল মুসলিম বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর অন্যতম। উৎপন্ন লবণ সম্ভবত প্রতিবেশী দেশগুলোতে রপ্তানি হতো।

বাংলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ঐতিহ্য ছিল। সুলতানী আমলে নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতি হয়।

২.৪ বাণিজ্যের প্রসার

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃত্তি এবং সমুদ্র যাত্রায় মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনার ফলে সুলতানী আমলে বাংলায় বাণিজ্য বহুল পরিসরে সম্প্রসারিত হয়। বারবোসার বর্ণনা মতে, আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ ও আবিসিনিয়া হতে বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ বাংলায় আসত। এসব জাহাজে আগত বণিক ব্যবসায়ীরা বাংলার বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত। এসময় বাংলার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল- সূতি কাপড়, রেশমি বস্ত্র, চাউল, চিনি, বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ পণ্য, ফলমূল, লবণ, আফিম ইত্যাদি। এসময় বাংলায় আমদানি পণ্যের তালিকায় ছিল- চীনা মাটির বাসন, বিভিন্ন বিলাস দ্রব্য, আফ্রিকার দাস এবং মধ্য এশিয় ঘোড়া। উল্লেখ্য যে, সমগ্র মুসলিম আমলে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই অনুকূল ছিল। আর এই বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাংলায় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর আমদানি হয়। কেননা বিদেশী বণিকরা এসব পদার্থের মাধ্যমে প্রায়ই বাংলার পণ্যের দাম পরিশোধ করত।

ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য বাংলায় বহু সমুদ্র ও নদী বন্দরের উন্নতি হয়। এসময়ের বিখ্যাত বন্দরের মধ্যে ছিল চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ইত্যাদি। তাছাড়া বাঙালি, তাণ্ডা, গৌড় এবং বাকলা সুলতানী আমলে প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতি বিস্ময়কর হলেও এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরব এবং পারসিক বণিকরা। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রাধ্যন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলভ জীবন যাত্রা

সমসাময়িক বিবরণে বাংলা একটি প্রাচুর্যপূর্ণ ও সুলভ দেশ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ইবনে বতুতা বলেছেন, তিনি বাংলার মতো এত সস্তায় পণ্যদব্য বিক্রি হতে পৃথিবীর আর কোথাও দেখননি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কম থাকায় জীবন যাত্রা ছিল সহজ ও সুলভ। তখন বাংলায় তেমন অভাব ছিল না। সাধারণ শ্রেণীর কৃষক-শ্রমিকরাও ভালো খেতে ও স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারত। ধনী ও বিত্তবান লোকেরা বিলাসী ও ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন।

সার-সংক্ষেপ

সুলতানী আমলে বাংলায় কৃষিজ ও শিল্প দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির ফলে এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। বাংলায় এ সময় সুখ-শান্তি বিরাজ করে। সাধারণ লোকদের জীবনেও জটিলতা দেখা দেয়নি। তাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের জীবন যাত্রা সহজসাধ্য ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সুলতানী আমলে উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল-
   ক. ধান খ. গম
   গ. ভুট্টা ঘ. সরিষা

২. বস্ত্র শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক উলেখযোগ্য ছিল-
   ক. সূতি বস্ত্র খ. রেশমি বস্ত্র
   গ. পাটবস্ত্র ঘ. মখমল বস্ত্র

৩. সুলতানী আমলে বাংলায় আমদানি পণ্যের তালিকায় ছিল—
   ক. চাউল খ. চীনামাটির বাসন
   গ. পাটজাত দ্রব্য ঘ. চিনি

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. সেকালের মানের বিচারে সুলতানী বাংলা ছিল পৃথিবীর অন্যতম ________ দেশ।

২. সাধারণ শ্রেণীর কৃষক ও শ্রমিকরাও ভালো ________ ও _____ জীবন যাপন করত।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. বাংলার ভূমি ছিল অনুর্বর ও অসমতল।

২. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সস্তা হওয়ায় জীবন যাত্রার মান ছিল _____ ও _____।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কোন শতাব্দী হতে বাংলায় পাট চাষের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়?

২. সুলতানী আমলে বাংলার একটি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরের নাম লিখুন।

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানী আমলে বাংলার শিল্পের অগ্রতি পর্যালোচনা করুন।

২. সুলতানী আমলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ-৩ : মোগল আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ মোগল যুগে বাংলার সমাজ কেমন ছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ মোগল যুগে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
☞ মোগল যুগের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

৩.১ সুলতানী আমল থেকে ভিন্নতা

মোগল যুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সুলতানী আমল থেকে একটু ভিন্ন ছিল। সুলতানী যুগে বাংলা ছিল অধিকাংশ সময়ই কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। ফলে এসময় বাংলার মানুষ নিজেদের মতো করেই নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মোগল যুগে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় বাংলার সাথে উত্তর ভারতের সরাসির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের বাইরে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথেও বাংলার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনধারার সাথে বাংলার মানুষের পরিচয় ঘটে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

মোগল আমলে সরকার প্রধান হিসেবে সুবাদার বা নবাব ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই তার এ সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সুবাদার বা নবাবও নিজেকে উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষক মনে করতেন এবং তাদের সামাজিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। নবাব বা সুবাদারের পরেই সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে ছিল অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চশ্রেণীর স্থান। মোগল আমলে রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমান রাজকর্মচারীদের নিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সুবাদার সব সময় এই অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। নবাবী আমলে অভিজাত সম্প্রদায়ে মুসলমান কর্মচারী ছাড়াও হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এসময় অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দু-মুসলিম জমিদার ছাড়াও বিত্তবান বণিক ব্যবসায়ীদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়। মোগল যুগে শেখ, সাইয়্যেদ ও আলেমগণ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও প্রচুর বিত্ত না থাকলেও সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জনগণ তাদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাবের কারণে শাসকগণও তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করতেন।

মোগল যুগে নিম্নশ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, উকিল, চিকিৎসক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, বেনিয়া-ব্যাংকার প্রভৃতি সমন্বয়ে একটি মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বর্তমান সময়ের মতো এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধিদীপ্ত, স্বচ্ছল ও রাজনীতি সচেতন ছিল না। তবে যোগ্যতা, জ্ঞান ও প্রতিভা বলে তারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ছোটখাট ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে মোগল যুগে একটি নিম্নবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

৩.৩ হিন্দু সমাজের জাতিগত শ্রেণীভেদ

মোগল ও নবাবী আমলে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। এসময় বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যদের প্রাধান্য ছিল। তারা ছিল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। তবে হিন্দু সমাজে শূদ্র বা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় অধিক। পেশাগত কারণে তারা আবার পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথার মারাত্মক প্রভাব ছিল।

৩.৪ বাসগৃহ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য

মোগল যুগে সুবাদার বা নবাবগণ বিলাসবহুল হেরেম ও প্রাচুর্যময় সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। অভিজাতবর্গ এবং পদস্থ সরকারি কর্মচারীরা রাজধানীর বা শহরের প্রশস্ত বাংলো ধরনের বাসগৃহে বসবাস করতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা সাদা জোব্বা পরতেন। হাতে মণিমাণিক্য খচিত অনেগুলো আংটি এবং মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি পরতেন। সাধারণ মুসলমান পুরুষেরা খাটো কোর্তা ও মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সকলের পায়েই জুতা থাকত। তবে বিত্তবানদের জুতায় রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা থাকত। বিত্তবান বাঙালি হিন্দু পুরুষেরা ধুতি ও চাদর পরিধান করতেন। বিলাসী ব্যক্তিরা কানে স্বর্ণালংকার এবং তসরের কাপড় পরতেন। গরিব লোকেরা

সাধারণত নেংটি ব্যবহার করত। মুসলমান সম্ভ্রান্ত মহিলারা জরিদার মুক্তা বসানো ঝলমলে আকর্ষণীয় পোশাক ও মূল্যবান গহনা পরতেন। বাঙালি সাধারণ মেয়েরা খালি গায়ে শাড়ি পড়তেন। তবে তারাও অলংকারপ্রিয় ছিলেন এবং সাজসজ্জা করতে পছন্দ করতেন। সধবা হিন্দু মেয়েরা শাঁখা, সিঁদুর এবং কাজল ব্যবহার করতেন। আকর্ষণীয় পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার করলেও মেয়েরা কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে চলত।

৩.৫ সামাজিক উৎসব

মোগল যুগে বাংলায় খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও রুচির পরিবর্তন হয়। বাঙালির মাছ-ভাত-তরকারির পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা ও অন্যান্য মোঘলাই খাবার এদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলিম সমাজে নবজাতকের জন্ম এবং নামকরণকে কেন্দ্র করে আকিকা প্রদান ও ভোজ উৎসবের প্রচলন ছিল। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পুত্র সন্তানদের খাৎনা, ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সঙ্গতি অনুযায়ী সামাজিক উৎসব পালনের রীতি প্রচলিত ছিল। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে কুলখানী ও চেহলামের মতো ধর্মীয় সামাজিক উৎসবাদি পালন করা হতো। হিন্দু সমাজেও নানা উপলক্ষে সামাজিক উৎসবাদি পালিত হতো। মোগল যুগে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল।

৩.৬ ধর্মীয় উৎসব

ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজ্হা, মহররম, শবেবরাত, নবী দিবস ইত্যাদি ছিল মুসলিম সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মুসলিম শাসকগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এসব ধর্মীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ মানুষ এসব উৎসবাদিতে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে একে অন্যের বাড়ি দাওয়াত ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে দৃঢ় রাখতেন। হিন্দু সমাজেও নানা ধর্মীয় উৎসবাদি পালনের রেওয়াজ ছিল ।

৩.৭ দাসপ্রথা ও নারীদের অবস্থা

মোগল যুগেও বাংলায় সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। দাসদের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। যুবতী দাসীগণ প্রভুদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতেন। সমাজে নারীদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। মুসলিম সমাজে নারীদের কিছুটা সম্মানজনক অবস্থা থাকলেও হিন্দু সমাজে তাদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। পুরুষগণ নারীদের তাদের ইচ্ছার দাসী মনে করত। নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। সর্বদা তাদের নিজেদের গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকতে হতো। নারীদের সার্বিক দূরাবস্থা থাকলেও হিন্দু-মুসলিম অনেক নারীই নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

৩.৮ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ

মোগল যুগে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষানুরাগী নবাব সুবাদার ও পদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এসময় শিক্ষার দ্বার হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসায় মুসলমান বালক-বালিকারা একত্রে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। শেখদের খানকাহ ও আলেমদের গৃহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মুসলমানদের শিক্ষা ছিল প্রধানত ধর্ম কেন্দ্রিক। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অনেকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য বিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। পাঠশালায় শিক্ষাকাল ছিল ৬ বছর। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে অক্ষর জ্ঞান ও ব্যাকরণের পাঠ দেয়া হতো। পরে তাদের বাংলা সাহিত্য, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ দেয়া হতো। উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র টোল বা চতুস্পাঠীতে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা, অলংকার, শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

৩.৯ ভাষা ও সাহিত্য

মোগল যুগে শাসকবর্গের ভাষা ছিল ফারসি। তাছাড়া সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করার ফলে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সরকারি চাকরি লাভের আশায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ফারসি ভাষা শিখতেন। এসব ফারসি ভাষা জানা কর্মচারীদের 'মুন্সী' বলা হতো। নবাব সুবাহদার ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ফারসি ভাষা উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ফারসি একটি সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলা সাহিত্যে এ ভাষার প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। ফারসির প্রভাবে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। ফারসি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও লেখার অনুকরণে বাংলা সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্রমে বাংলা কবিতায় ফারসি শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। ফারসির অনুকরণে বাংলায় গজল ও সূফী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

হিন্দু কবিদের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও তারাও ফারসি সাহিত্যের প্রভাব এড়াতে পারতেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। মোগল যুগে বাংলায় বাউল গানের সৃষ্টি হয়। এসময় কবিগান, মর্সিয়া গানও রচিত হয়।

মোগল যুগে সকল ধর্মের স্বাধীনতা ছিল। ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম বাড়াবাড়ি ছিল না। তবে ইসলামের একত্ববাদ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাংলার জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এতে বাংলার হিন্দু সমাজেও এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবাদের প্রভাবে ভক্তিবাদ ও সাম্যবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রাহ্মাণ্যবাদের গোঁড়ামি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ হিন্দুরা গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মের বদলে মনসা, চণ্ডী, শক্তি ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজায় মনোনিবেশ করে। এসময় পারস্যের সূফীবাদের সাথে বাংলার ভক্তিবাদ মিশে একটি মিশ্র সূফীবাদের সৃষ্টি করে। বাংলায় ফকিরী, দরবেশী, বাউল প্রভৃতি মরমীবাদের উৎপত্তি হয়।

৩.১০ স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মোগল যুগে স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। শিল্প ও স্থাপত্য রসিক বাংলার সুবাদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মোগল যুগে বাংলায় অসংখ্য স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়। মোগল যুগে বাংলার চমৎকার স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বশে কিছু মসজিদ, কাটরা বা অট্টলিকা, স্মৃতিসৌধ, মাজার, ঈদগাহ এবং দুর্গ। সুবাহদার শাহজাদা আজম বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে একটি বিশাল কাটরা নির্মাণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর আমলে লালবাগ শাহী মসজিদ নির্মিত হয়। লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করেন এবং সুবাহদার শায়েস্ত খান তা সমাপ্ত করেন। তাছাড়া ঢাকার ছোট কাটরা, চকবাজার মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ শায়েস্তা খানের আমলেই নির্মিত হয়। তবে তাঁর আমলে মোগল স্থাপত্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন পরিবিবির মাজার। লালবাগ কেল্লার ভিতরে নির্মিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি সুবাহদার শায়েস্তা খান তাঁর কন্যা পরিবিবির সমাধির উপরে নির্মাণ করেন। বাংলার নবাবদের সময়েও বহু ইমারত নির্মিত হয়। যথা- জিনজিরা প্রাসাদ, চেহেল সেতুন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মোগল যুগের ইমারতসমূহ নকশা ও অলংকরণের দিক থেকে একটু ভিন্নতর ছিল। এসময় মসজিদের গম্বুজগুলো ছিল খাঁজকাটা। গম্বুজের চারপাশে ছিল লতা-পাতার কারুকাজ। মসজিদের দেয়াল জুড়ে থাকত লতা-পাতার অলংকরণ।

সার-সংক্ষেপ

মোগল শাসনামলে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাংলার যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। সামাজিক রীতিনীতি, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে মোগল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসময় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও উন্নতি সাধিত হয়। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ধর্মীয় জীবনে পরমত সহিষ্ণুতা ও মরমী সুফীবাদের প্রসার ঘটে। স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এসময় বাংলা অগ্রগতি অর্জন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. মোগল আমলে ভারতের বাইরে বাংলার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপতি হয়—
   ক. ইউরোপের খ. আফ্রিকার
   গ. মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ঘ. বার্মার

২. মোগল আমলে মুন্সী বলা হতো—
   ক. ধার্মিক মুসলমানদের খ. শিল্পীদের
   গ. আলেমদের ঘ. ফারসি ভাষা জানা রাজকর্মচারীদের

৩. বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় প্রভাব আছে—
   ক. আরবি সাহিত্যের খ. সংস্কৃত সাহিত্যের

গ. ফারসি সাহিত্যের
ঘ. উর্দু সাহিত্যের

৪. পরিবিবির মাজার নির্মাণ করেন—
ক. আজম বেগ
খ. শায়েস্তা খান
গ. মীর জুমলা
ঘ. আজিমুশ্বান

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. মোগল যুগের বাংলায় ____ বা ___ ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।
২. মোগল ও নবাবী আমলে বাংলার হিন্দু সমাজে ____ প্রথা প্রচলিত ছিল।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. মোগল আমলে নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।
২. বৈষ্ণব পদাবলীতে ফারসি সাহিত্যে প্রভাব লক্ষণীয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কোন সুবাদার লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন?
২. ফারসি ভাষা জানা সরকারি কর্মচারীদের কি বলা হতো?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মোগল আমলে বাংলার সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা দিন।
২. মোগল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : মোগল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি –

☞ মোগল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ মোগল আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৪.১ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

মোগল যুগে সুবাহ বাংলায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার বিপুল সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। এসময় উত্তর ভারত, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাংলার ব্যাপক বাণিজ্য সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তদুপরি ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুসম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। এসময় রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি হওয়ায় বাংলায় প্রচুর অর্থাগম হয়। ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

৪.২ কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য

বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। মোগল যুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি। বহু নদ-নদী বিধৌত পলিমাটি সমৃদ্ধ পূর্ব-বাংলার বিরাট সমতল ভূমি ছিল কৃষির জন্য খুবই উপযোগী। এখানে পর্যাপ্ত ধান উৎপন্ন হতো। বাংলার উদ্বৃত্ত চাউল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলে রপ্তানি হতো। বাংলায় উৎপাদিত গম ভারত মহাসগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে রপ্তানি হতো। ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, সরিষাসহ বিভিন্ন প্রকার রবিশস্য এবং আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বাংলায় উৎপন্ন মরিচ, হলুদ ও আদা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো।

বাংলায় উৎপাদিত আখের খুব সুনাম ছিল। আখের রস হতে উৎপাদিত গুড় ও চিনি দক্ষিণ ভারত, আরব, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলায় উৎকৃষ্টমানের পাট উৎপন্ন হতো। এ পাট থেকে তৈরি বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলায় বহু যুগ হতে নীল চাষ চালু ছিল। মোগল আমলে বাংলায় উন্নতমানের কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো। বাংলার কার্পাস ক্ষেত্রবিশেষে সুরাট এবং মিশরের কার্পাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। রাজশাহী, মালদাহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম চাষের প্রচলন ছিল।

৪.৩ শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য

মোগল যুগে বাংলার অর্থনীতির আরেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। এসময় বাংলায় কোন বৃহৎ শিল্প গড়ে না উঠলেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল। এসব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। বস্ত্রের মধ্যে আবার ঢাকার মসলিনের খ্যাতি ছিল শীর্ষস্থানে। মসলিন বস্ত্র ছিল খুবই সূক্ষ্ম ও মিহিন এবং খুবই দামি। রাজপুরুষ ও ধনী অভিজাত মহলই ছিলেন এর মূল ক্রেতা। অভিজাত মহলে এ বস্ত্র খুবই জনপ্রিয় ছিল। বুনন ও মানের দিক থেকে মসলিন কাপড়ের বিভিন্ন নাম ছিল। যথা- মখমল, হাম্মান, জামদানি, তানয়িব, আবরোয়ান, নয়নসুখ, বদনখাস, সরবতি, দোরিয়া, শিরবন্দ ইত্যাদি।

মোগল যুগে রেশম শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল। এ শিল্পের বিকাশে বাংলার সুবাহদার ও নবাবগণ গুরুতপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। দেশীয় তাঁতীরা নানা রকম রেশম বস্ত্র তৈরি করত। কাশিমবাজারে ওলন্দাজদের বিরাট রেশম কারখানা ছিল। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য স্বল্প মূল্যের মোটা বস্ত্র তৈরির কারখানাও এসময় ছিল।

বস্ত্র শিল্প ছাড়াও মোগল যুগে বাংলায় ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে গালিচা, কাগজ, কাঁসা, পিতল এবং নৌকা প্রভৃতির কারখানা গড়ে উঠেছিল। অলংকার, হাতির দাঁতের শিল্প এবং কাঠের কাজের জন্য বাংলার শিল্পীদের সুনাম ছিল।

৪.৪ ব্যবসা-বাণিজ্য

মোগল যুগে বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং নদীপথে পণ্য পরিবহনের বিশেষ সুবিধা এ সমৃদ্ধি অর্জনের প্রধানতম কারণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীতীরে বহু বন্দর গড়ে উঠেছিল। এসব বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, ঢাকা, সপ্তগ্রাম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার ও কলিকাতা হতে জলপথে বার্মা, সিংহল, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করা হতো। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের

বণিকরা এসময় বাংলার সাথে বাণিজ্য পরিচালনায় সম্পৃক্ত ছিলেন। স্থলপথেও বাংলার সাথে উত্তর ভারত, তুরান ও ইরানের বাণিজ্য চলত। বাংলার বাণিজ্যের বেশিরভাগই ছিল রপ্তানি বাণিজ্য। আর রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল-কার্পাস বস্ত্র, রেশমি কাপড়, সুরা, চাউল, চিনি, ঘি, মাখন, তেল, চন্দন কাঠ, আফিম, মরিচ, আদা, পাটজাত পণ্য, পান-সুপারি, ফল-মূল ইত্যাদি।

রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় বাংলায় আমদানি বাণিজ্য ছিল খুবই নগণ্য। বাংলার বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গুজরাট হতে তুলা এবং চীন হতে কাঁচা রেশম আমদানি করা হতো। ধনী অভিজাত ব্যক্তিরা ইরান থেকে নানা সুগন্ধি ও গালিচা এবং আফ্রিকা হতে দাস আমাদানি করত। এছাড়া বিদেশী বণিকরা বাংলার পণ্য ক্রয়ের জন্য মূল্যবান পাথর, সোনা ও রূপা আমদানি করত।

৪.৫ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও হুন্ডি প্রথা

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে মোগল যুগে বাংলায় ব্যাংকিং প্রথাও প্রসার লাভ করে। নবাবী আমলে জগৎশেঠ পরিবার ব্যাংকিং ব্যবসার শীর্ষে ছিলেন। শেঠ পরিবার ছাড়াও এসময় বাংলায় বহু মহাজন, শেঠ ও সাহু ছিলেন। তাঁরা হুন্ডির কারবার করতেন। হুন্ডি ছিল বর্তমান যুগের ব্যাংকের চেকের মতো। এ হুন্ডি যে কোন শহরে সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দিলে নগদ টাকা পাওয়া যেত। এমনকি নবাবী আমলে দিল্লিতে খাজনা পরিশোধ এবং বিদেশের সাথে লেদ-দেনেও হুন্ডির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

৪.৬ দ্রব্যমূল্য

মোগল যুগে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য খুবই সুলভ ছিল। সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিক, পর্যটকদের বিবরণীতে বাংলার পণ্যদ্রব্যের সস্তা মূল্য সম্পর্কে জানা যায়। বাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যে কত সস্তা ছিল তার প্রমাণ শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত। সুবাহদার মানসিংহের সময় ১৮ কড়িতে (আধ পয়সারও কম) একটি মোটা কাপড় পাওয়া যেত। ১৭২৯ সালে রাজধানী মুর্শিদাবাদে এক টাকায় ৩ মন উৎকৃষ্ট গম এবং এক টাকায় ১০ সের ভালো ঘি পাওয়া যেত।

৪.৭ সাধারণ মানুষের অবস্থা

বাংলার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি কম, সে তুলনায় জমির পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হওয়ায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষকরা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারত। তাছাড়া দ্রব্য মূল্যও ছিল কম। আর সাধারণ মানুষের চাহিদাও ছিল কম। ফলে তাদের জীবন যাত্রাও ছিল সহজ। তবে আজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাদের জীবনে দুর্দশা নেমে আসত। নগদ অর্থের অভাবে এসময় তারা অসুবিধায় পড়লে মহাজনদের দ্বারস্থ হতো। আর এ সুযোগে সুদখোর মহাজনরা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে কৃষকদের সর্বশান্ত করত।

সার-সংক্ষেপ

মোগল যুগে বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার উর্বর ভূমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এসময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছিল। বস্ত্র শিল্পের বিশেষ করে মসলিন ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা ছিল বিশ্বজুড়ে। মোট কথা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল উৎপাদন ও রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলার বিরাট আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে। এসময় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সুলভ মূল্য জনগণের জীবনমানকে সহজ স্বাভাবিক করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. মোগল যুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ছিল—
ক. কৃষি খ. শিল্প
গ. ব্যবসা-বাণিজ্য ঘ. ব্যাংকিং

২. মোগল যুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্প ছিল—
ক. কাগজ শিল্প খ. নৌকা তৈরি শিল্প
গ. মসলিন শিল্পন ঘ. চিনি শিল্প

৩. বাংলায় তুলা আমদানি হতো—
ক. মিশর থেকে খ. সুরাট থেকে
গ. গুজরাট থেকে ঘ. ইরাক থেকে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. বস্ত্রের মধ্যে ঢাকার ___ খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি।
২. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে মোগল যুগে ___ প্রথারও প্রসার ঘটে।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. মোগল আমলে ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্প ছিল প্রধান।
২. মোগল আমলে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বাণিজ্য ছিল বেশি।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. মোগল আমলে কোন দেশ হতে কাঁচা রেশম আমদানি করা হতো?
২. মোগল আমলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কেমন ছিল?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মোগল আমলে বাংলার কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বিবরণ দিন।
২. মোগল আমলে বাংলার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বর্ণনা দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৮

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দিন।
৩. মোগল আমলে বাংলার সমাজ জীবনের পরিচয় দিন।
৪. মোগল আমলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ পর্যালোচনা করুন।